



26182 - মুসল্লীর সামনে দয়িে গমন করা

প্রশ্ন

আমি একবার ভুলবশতঃ মুসাল্লার (নামায পড়ার জায়গার) মহল্লাদরেকে বলছেলিাম য়ে আমাদরে জন্য নামায়রত নারীদরে সামনে দয়িে হুটে য়াওয়া সম্ভব; ংতঃ কনোনো সমস্য়া নহে। ফলে ময়েরো মসজদিে নামায়রত ব্যক্তদিরে সামনে দয়িে পরেয়িে য়াওয়া শুরু করল। পরে আমি জানতে পারলাম য়ে কনোনো বনোন যদি ংকাকী নামায পড়ে তাহলে তার সামনে দয়িে য়াওয়া জায়যে নহে। তার সামনে দয়িে য়ে ংতক্রিম করবে তার ংচতি হবঃ তাকে বাধা দেওয়া। ংর তার সামনে দয়িে য়ে পার হবঃ সঃ শয়তান বলে গণ্য হবঃ।

মসজদিে য়ে মহল্লারা ংপস্থতি ছিল, তাদরে ংনকেকঃ আমি বিষয়টি জানয়িে দয়িছেলিাম। ংমিনা জনেঃ বিষয়টি বলার জন্য খুবই ংনুতপ্ত। ংল্লাহর কাছঃ আমি মাফ চয়েছে। কনিন্তু আমি য়া বলছেতি নয়িে ংমি ংনুশেচনায় ভুগছি। কারণ ংনুষজন সটেই হ়য়তো করতে ংকবঃ ংবং প্রচার চালাবঃ। ংর কারণ হবঃ ংমি ংবং পাপরে দায়ভার ংমিই বহন করব।

মসজদিে কী করণীয় সটেই কি ংপনি ংমাকে জানাতে পারবনে? ংকাকী নামায পড়ছে ংমন ব্যক্তরি সামনে দয়িে যদি কটে যতে চায় তাহলে সঃ কনোন দকি দয়িে য়াবঃ? ংটকি মক্কা-মদীনার হারামে নামায়রত মুসল্লীদরে ংপরঃে প্রযঃজ্য হবঃ?

প্রয়ি ংত্তর

ংলহামদু লল্লিাহ।

ংল্লাহ ংপনাকে মাফ করে দনি। জনেঃ রাখুন, ংপনি ংনকে বড় পাপ করছেনঃ। সটেই হলে ংল্লাহর ব্যাপারে না জনেঃ কথা বলছেনঃ। ংই পাপকে ংল্লাহ শরিকরে সাথে সংযুক্ত করছেনঃ। ংল্লাহ তাংলা বলেনঃ

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“বলঃ, বস্তুত ংমার রব হারাম করছেনঃ প্রকাশ্য ং গোপন ংশ্লীল কাজকর্ম, (সবরকম) পাপ, ংসংগত বাড়াবাড়ি, ংল্লাহর সাথে তঃমাদরে শরীক করা, যার পক্ষঃ তনি কনোন প্রমাণ নাযলি করনেনি ংবং ংল্লাহ সম্পর্কঃে তঃমাদরে ংমন কথা বলা য়া তঃমরা জানঃো না।”[সূরা ংরাফ: ৩৩]

নবী সাল্লাল্লাহু ংলাইহি ংয়াসাল্লাম বলেনঃ “যঃ ব্যক্তি ংসলামে ভাল সুন্নত (রীতি) চালু করবে সঃ তার নজিরে ংবং ং



সমস্ত লোকেরে সওয়াব পাবে, যারা তার (মৃত্যুর) পর এর উপর আমল করবে। তাদের সওয়াবেরে কিছু পরিমাণও কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো মন্দ সুননতরে (রীতির) প্রচলন করবে, তার উপর তার নিজেরে এবং ঐ লোকদেরে গনোহ বর্তাবে যারা তার (মৃত্যুর) পর এর উপর আমল করবে। তাদের গুনাহর কিছু পরিমাণও কম করা হবে না।”[হাদীসটি মুসলমি (১০১৭) জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করছেন]

সুতরাং আপনার উচিত হলো আল্লাহর কাছে তাওবা করে এই পাপ থেকে ক্ষমা চাওয়া। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আপনাকে একন্ষিষ্ট তাওবা করার তৌফিক দান করেন।

পাশাপাশি আপনি জানেন প্রথম যে বলছেন সেরি যারা শুনছে তাদেরকে সে বিষয়টি জানিয়ে নিজেকে দায়মুক্ত করার প্রচেষ্টা করবেন।

আর আপনি যে প্রশ্নটি উল্লেখ করছেন সেরি ব্যাপারে বলব: যে ব্যক্তি মুসল্লীর সামনে দিয়ে গমন করতে ইচ্ছুক তার অবস্থা নমিনরে যে কোনো একটি:

১- মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে গমন করা। অর্থাৎ তার দাঁড়ানো ও সজিদার মাঝেরে স্থান দিয়ে গমন করা। এটি হারাম। বরং এটি বড় ধরনের কবীরা গুনাহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “নামায আদায়কারী ব্যক্তির সামনে দিয়ে গমন করার পাপ সম্বন্ধে যদি গমনকারী জানতো তবে সে তার সম্মুখ দিয়ে গমন করার চয়ে চল্লিশি দাঁড়িয়ে থাকাকে তার জন্য শ্রয়ে মনে করতো।” বর্ণনাকারীদের মাঝে একজন আবুন-নদবর। তিনি বলেন: আমি জানিনি তিনি কি চল্লিশি দিনি, নাকি চল্লিশি মাস, নাকি চল্লিশি বছর বলছিলেন।[হাদীসটি বুখারী (৫১০) ও মুসলমি (৫০৭) আবু জুহাইম রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করছেন]

এক্ষেত্রে মুসল্লির সামনে সুতরা (বিশিষে লাঠি) থাকা কিংবা না থাকার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

২- তার সজিদার স্থানের বাহিরে দিয়ে অতিক্রম করা। এর দুটি অবস্থা:

(ক) মুসল্লী যদি সুতরা দিয়ে নামায পড়ে। এখানে সুতার সামনে দিয়ে অতিক্রম করা জায়যে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “যখন তোমাদের কেউ নামায আদায় করতে যাবে তখন সে যেন তার সম্মুখে কিছু স্থাপন করে। কিছু না পলে লাঠি খাড়া করে দেয়। তাও যদি না থাকে তাহলে একটা রখে টেনে দবি। এর ফলে সুতার সামনে দিয়ে কেউ গলে কোনো ক্ষতি হবে না।”[হাদীসটি আহমদ (৩/১৫), ইবনে মাজাহ (৩০৬৩) ও ইবনে হিবান (২৩৬১) বর্ণনা করছেন। ইবনে হাজার বুলুগুল মারাম বইয়ে (২৬৯) বলেন: যিনি দাবি করেন হাদীসটি মুদতারবি, তিনি সঠিক বলেননি। বরং হাদীসটি হাসান]

তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “তোমাদের কেউ যখন নিজেরে সামনে হাওদার খুঁটির মত কিছু রখে দেয়, তারপর এর দিকে নামায আদায় করে তখন খুঁটির পছিনে দিয়ে কেউ চলাচল করলে সেটাকে



সে ভরুক্షপে করবো না।”[হাদীসটি মুসলিমি (৪৯৯) বর্ণনা করেন]

(খ) মুসল্লী যদি সুতরা না দিয়ে নামায পড়ে। এমন অবস্থায় তার জায়গা কেবল সজিদার স্থান পর্যন্ত। আলমেদের মতের মাঝে এটি সঠিক হওয়ার সবচেয়ে কাছাকাছি। যনি গমন করতে চান, তনি মুসল্লীর সজিদার স্থানরে বাহিরে দিয়ে যাবেন। কারণ হাদীসরে নষিধোজ্ঞা হচ্ছো মুসল্লীদরে ঠিক সামনে দিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে। আর তার সজিদার স্থানরে বাহিরে স্থান মুসল্লীর ঠিক সামনে নয়।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ মুসল্লী তার সামনে কী পরিমাণ স্থানে কাউকে যতে বাধা দিতে পারবে তা নিয়ে মতামতগুলো উল্লেখ করার পর বলেন:

‘যে মতটি সঠিক হওয়ার সবচেয়ে কাছাকাছি সটে হলো: ব্যক্তরি দুই পা ও তার সজিদার স্থানরে শেষে সীমা পর্যন্ত। কারণ নামাযে মুসল্লীর জন্য এর চয়ে বশে স্থানরে প্রয়োজন নহে। সুতরাং মানুষরে যা প্রয়োজন নহে সটে থেকে বাধা দেওয়ার অধিকারও তার নহে।’[আশ-শারহুল মুমত্ (৩/৩৪০)]

এ কথাগুলো সে ক্ষত্রে প্রযোজ্য হবে যদি ব্যক্তি একাকী নামায আদায়কারী কথিবা ইমাম হয়। আর যদি সে মুক্তাদি হয় তাহলে ইমামরে সুতরাই তার সুতরা হিসেবে যথেষ্ট।

বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘ইমামরে সুতরা তার পছনরে ব্যক্তদিরে সুতরা শীর্ষক পরিচ্ছদে:

ইবনে আব্বাস বলেন:

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনায় সালাত আদায় করছিলেন, তাঁর সামনে কোন দয়োল ছিল না। তখন আমি একটি গাধীর পঠি আরোহন করে আগমন করলাম। সে সময় আমি আমি সাবালক হবার নকিটবর্তী বয়সে পড়েছি। আমি কোন এক কাতাররে সামনে দিয়ে গমন করছি এবং গাধীটিকে বচিরণরে জন্য ছড়ে দিয়েছি। আমি কাতাররে ভতরে ঢুকছি; কন্তু আমাকে নষিধে করা হয়নি।’[হাদীসটি বুখারী (৭৬) ও মুসলিমি (৫০৪) বর্ণনা করেন] [দখুন: আল-মুগনী (২/৪২), (২/৪৬)]

আলমেদের মতগুলোর মাঝে বশিদ্ধ মত হলো মক্কা ও অন্যান্য স্থানরে একই হুকুম; যহেতে দলীলগুলোর মর্ম সাধারণ। এর ব্যাপকতা থেকে মক্কাকে বরে করে দেয় এমন কোনও প্রমাণ নহে। শাইখ ইবনে উছাইমীনরে মতও এটি।[দখুন: আশ-শারহুল মুমত্ (৩/৩৪২)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।